সমকাল

26 NOV 2013

স্কুল-কলেজ সরকারি করতে এমপিদের দৌড়ঝাঁপ

■ সাব্বির নেওয়াজ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন চলে আসায় শেষ মুহূর্তে এমপিরা দৌড়াচ্ছেন নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার বেসরকারি স্কুল-কলেজ সরকারি করতে। গত কয়েকদিনে এ বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিদের তদবির জোরালো হয়েছে। ডিও লেটার জমা দেওয়ার হিড়িক পড়েছে। আগের জমা দেওয়া ডিও লেটারে কাজ না হওয়ায় অনেকে নতুন করে জমা দিয়েছেন। 'আসন ধরে রাখা কষ্ট হবে', 'ভোট পেতে সমস্যা হবে' ইত্যাদি অনুনয়-বিনয় করে অনেক এমপি আবার প্রথমবারের মতো ডিও লেটার জমা দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া ডিও লেটারগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট এমপিদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি করা যায় কি-না তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জরুরিভাবে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে পরিদর্শন করে এসেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তারা। জানা গেছে, এক মাসের মধ্যে সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, বগুড়া, বরগুনা, খুলনা, রাজশাহী, কক্সবাজার, টাঙ্গাইলসহ আরও ১২টি জেলার সংসদ সদস্যরা তাদের

আসছে নির্বাচন

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

স্কুল-কলেজ সরকারি করতে এমপিদের দৌড়ঝাঁপ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি করতে ডিও লেটার জমা দিয়েছেন। কোনো কোনো সাংসদ একাধিক প্রতিষ্ঠানের জন্যও ডিও দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন জেলায় জনসভায় গেলে বিভিন্ন সময় জনগণ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা দাবি তুললে তিনি বেশ কিছু স্কুল-কলেজ সরকারিকরণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ পর্যন্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ হয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা এরই মধ্যে সরকারি বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। আর্থিক সংকটের কারণে এর বাইরে গত চার বছরে নতুন কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়নি।

এরই মধ্যে এমপিদের আবেদনের ভিত্তিতে যেসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কাজ শেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে, সেগুলো হলো– রাজৈর মহাবিদ্যালয় (মাদারীপুর), পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (রাজবাড়ী), মুকসুদপুর কলেজ (গোপালগঞ্জ), কয়রা মহিলা কলেজ (খুলনা), আলফাডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজ (ফরিদপুর), বাউফল কলেজ (পটুয়াখালী), আমতলী কলেজ (বরগুনা), উখিয়া বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ (কক্সবাজার), দুপচাঁচিয়া শহীদ মনসুর আলী কলেজ (বগুড়া), শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান ডিগ্রি কলেজ (রাজশাহী শহর), বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আইডিয়াল কলেজ (তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ), শেখ হাসিনা একাডেমি অ্যান্ড উইমেন্স কলেজ (কালকিনি, মাদারীপুর), ইবরাহীম খাঁ ডিগ্রি কলেজ (ডুয়াপুর, টাঙ্গাইল), দাকোপ এলডি কলেজ (খুলনা) এবং বেতাগী কলেজ (বরগুনা)।

জানা গেছে, রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত কালাচাঁদপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ সরকারিকরণের জন্য ডিও লেটার দিয়েছেন ওই এলাকার এমপি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তার ডিও লেটারের ভিত্তিতে সরকারিকরণের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া শেষ করে এনেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অথচ শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছে ওই বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি। তারা বিদ্যালয়ের জমি সরকারের নামে লিখে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বিদ্যালয়টি সরকারি না করতে দুটি পৃথক দেওয়ানি মামলার দোহাই দিয়ে শিক্ষা সচিবকে বরাবর উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন তারা। এ বিদ্যালয়টি ছাড়াও সরকারিকরণের পাইপলাইনে রয়েছে আরও ২৫টি স্কুল। সেগুলো হলো– হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার দীননাথ ইনস্টিটিউশন, ঢাকার উত্তরা থানার উত্তরখান ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, সাভারের শান্তা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারীর ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রামের রাউজান আরআরএসি মডেল হাইস্কুল, সাতক্ষীরার কলারোয়া গার্লস পাইলট হাইস্কুল, ঢাকার গুলশানের কালাচাঁদপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফরিদপুরের নগরকান্দার এমএন একাডেমি বিদ্যালয় এবং একই জেলার ভাঙ্গা মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেটের বালাগঞ্জের রামসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয় এবং একই উপজেলার হাজী মফিজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ডিএন উচ্চ বিদ্যালয়, তৈয়বুন্নেসা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মঙ্গলচণ্ডী নিশিকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা সদরের এজি একাডেমি, রাজশাহী সদরের শহীদ নাজমুল হক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী বি বি হিন্দু একাডেমি, যশোরের কেশবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কেশবপুর পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নওয়াপাড়া শংকরপাশা হাইস্কুল, বরিশালের বাবুগঞ্জের শহীদ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, কোটালিপাড়া পাবলিক ইনস্টিটিউশন, ঢাকার সবুজবাগের বাসাবো উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জের বন্দর কলাগাছি ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ রুহুল আমীন একাডেমি ও জাঙ্গাল বাদশা মিয়া আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনমানুষের চাওয়া বাস্তবায়ন করতে এমপিরা তাদের নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি করতে প্রচেষ্টা চালাবেন, এটিই স্বাভাবিক। সরকারের সামর্থ্য সীমিত, চাইলেও আবেদন অনুসারে সব প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করা সম্ভব হয় না। সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার হার, জনবসতি, অন্য সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব, শিক্ষার্থী সংখ্যা, পাসের হার, সামাজিক বাস্তবতাসহ নানা বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য তা পেশ করা হচ্ছে।